45 দৈনিক সংবাদ

22 DEC 1991
তারিখ 22 DEC 1991
পৃষ্ঠা 8 কলাম 2

ঢাকা ঃ রোববার ৭ই পৌষ ১৩৯৮

বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকদের কর্তব্যবোধ

নেই। অন্তত পরীক্ষার ফল প্রকাশের ব্যাপারে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকদের কোন কর্তব্যবোধ নেই। কর্তব্যনিষ্ঠা নেই। ছাত্রছাত্রীদের প্রতি কোন দরদ নেই। ছাত্রছাত্রীদের ভবিষ্যতের দিকে কোন ভ্রূক্ষেপ নেই। যে কাজের জন্য তারা মাইনে পান, পারিশ্রমিক নেন, সে কাজ সময়মত করার দায়িত্ববোধ তাদের নেই।

পরীক্ষার ফল প্রকাশের বিলম্ব নিয়ে বছরের পর বছর ধরে ছাত্রছাত্রী ও তাদের অভিভাবকরা প্রতিনিয়ত অভিযোগ করছেন। এতে ছাত্রছাত্রী-অভিভাবকদের কি অপূরণীয় ক্ষতি হচ্ছে তার ফিরিস্তি দেয়া হচ্ছে। পত্র-পত্রিকায় লেখালেখি করা হচ্ছে; কিন্তু কেন সময়মত পরীক্ষার ফল প্রকাশ করা হয় না, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের কাছ থেকে তার কোন সদুত্তর নেই। এ ব্যাপারে যত অভিযোগ করা হোক, যত সমালোচনাই করা হোক না কেন, বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকদের কোন প্রতিক্রিয়া নেই। তারা কিছুই গায়ে মাখেন না। তাদের সবার গায়ের চামড়াও বোধহয় মোটা হয়ে গিয়েছে।

পরীক্ষার ফল প্রকাশ করতে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের গড়পড়তায় ৮/৯ মাস লেগে যায়। ১০ মাস লেগে যাওয়া বিরল ব্যতিক্রম নয়। আমাদের এই সংবাদপত্রে গত বৃহস্পতিবার প্রকাশিত এক চিঠি থেকে জানা গেল, গত বছরের শেষের দিকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৯৮৭ সালের অর্থনীতি শেষ পর্ব পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়েছিল ১৯৯০ সালের শেষের দিকে। এক বছর পরও সেই পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হয়নি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও তার অর্থনীতি বিভাগ পরীক্ষার ফল প্রকাশে দেরী করার ব্যাপারে বোধহয় রেকর্ড করার তালে আছেন। ইতোমধ্যে পরবর্তী 'শেষ পর্ব পরীক্ষার' দিন-তারিখও নাকি ধার্য করা হয়ে গিয়েছে। পত্র-লেখক লিখেছেন, 'আশ্চর্য খেলা চলছে ছাত্রদের জীবন নিয়ে'।

ইউরোপ আমেরিকায় তো বটেই, পৃথিবীর অধিকাংশ দেশের বিশ্ববিদ্যালয়ে পরীক্ষা শেষ হওয়ার পর ফল প্রকাশে এর এক-চতুর্থাংশ সময়ের বেশী দেরী করা হলে অনেক শিক্ষক ও কর্মকর্তার চাকরি যেত। আর আমাদের শিক্ষকরা তাদের ম্লান তখত-তাউসে নিজের আনন্দে বিভোর হয়ে আছেন। তাদের বিবেক দংশনের কোন আলামত নেই। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের অনেকেই আবার দেশ-বিদেশের পয়সায় বিদেশ থেকে সর্বোচ্চ ডিগ্রী নিয়ে এসেছেন। বিদেশী শিক্ষকদের কর্তব্যনিষ্ঠা থেকে তারা বোধহয় কিছুই শেখেননি। তাদের দায়িত্বহীনতার যে উদাহরণ তারা ছাত্রছাত্রীদের সামনে তুলে ধরছেন, তা একটা জাতির ভবিষ্যৎ অন্ধকার করার জন্য যথেষ্ট।

বিশ্ববিদ্যালয়ে নিয়মিত ক্লাস হয় না। দিনের পর দিন ধরে শূন্য ক্লাসরুম। পড়ানোর বালাই নেই। অতএব, শিক্ষকদের সময়ের অভাবে ফল প্রকাশে দেরী, সে দাবী ধোপে টিকবে না। পরীক্ষা সংক্রান্ত কাজকর্মের জন্য শিক্ষকরা পারিশ্রমিকও নিয়ে থাকেন। পরীক্ষার খাতা দেখা ও রেজাল্ট তৈরী করার সঙ্গে শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাসের কোন সম্পর্ক নেই। এ ব্যাপারে কোন রাজনৈতিক হস্তক্ষেপের খবরও আমাদের জানা নেই। তবুও কেন এই অবাঞ্ছিত বিলম্ব? দরিদ্র জনসাধারণের অর্থে পরিচালিত বিশ্ববিদ্যালয়কে এর জন্য জবাবদিহি করতে হবে।

সভা, সমিতি, সেমিনার ও বিদেশ ভ্রমণে শিক্ষকের সময়ের অভাব হয় না, শিক্ষকদের মধ্যে দলাদলি নিয়ে মেতে থাকারও সময়ের কোন অভাব নেই, সময়ের অভাব পড়ে ছাত্রছাত্রীদের পরীক্ষার ফল প্রকাশের কাজে!

ভুক্তভোগী ছাত্রছাত্রী-অভিভাবকরা কোন উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে এ নিয়ে অভিযোগ করতে পারেন, তা আমাদের জানা নেই। বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বায়ত্তশাসন শিক্ষকদের স্বয়ম্ভু করে ফেলেছেন। তারা হয় পরস্পরের পিঠ চাপড়াচ্ছেন, নয় বিকৃত দলীয় রাজনীতি নিয়ে মেতে আছেন। ছাত্রছাত্রী-অভিভাবকদের ফরিয়াদের মত তুচ্ছ ব্যাপার তাদের ধর্তব্যের মধ্যে পড়ে না।